রাজনৈতিক ইসলামকে প্রতিরোধ করুন।

বিদেশী ঔপনিবেশিকতা ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ইসলামের প্রকৃত আন্দোলন শুরু হয়েছিল চল্লিশ দশকে, যদিও চিন্তাটা বরাবরই ছিল। আশীর দশকে পশ্চিমা কিছু সরকারের সহায়তায় এর শক্তি কিছুটা বাড়ে, ইরাণের অভ্যুত্থান ও নিউইয়র্কের এগারোই সেপ্টেম্বরের পর রাজনৈতিক ইসলাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর দ্বারা রাজনৈতিক দুর্নীতি বা পশ্চিমা আগ্রাসনের প্রতিরোধ কিছুতেই হতে পারে না। এ আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চায় এক অন্ধকারে, সুশিক্ষাকে করতে চায় সংকুচিত, পূর্ণবিকশিত মানুষ হিসেবে সমাজ ও জীবনে নারীদের অংশ নেবার সমান অধিকার অস্বীকার করে, অমুসলিমদের প্রতি সাম্য ও ন্যায়বিচার অস্বীকার করে এবং ইসলামের নামে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শারিয়ায় তার নিজস্ব নিষ্ঠুর ও পশ্চাদপদ ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে।

শোষিত ও বঞ্চিত জনতার পরিত্রাণের কথা শুনিয়ে রাজনৈতিক ইসলাম জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই শোষনের বিরুদ্ধে যাদের সোচ্চার হবার কথা, সেই সাধারণ মুসলিম জনতার সমর্থনের শক্তিতে সে ওই জনতাকেই শৃংখলিত করতে চায়। স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, সাম্য, ন্যায়বিচার, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সে ঘোর বিরোধী। ইতিহাসের মহান মুসলিম সংস্কারকেরা যুগে যুগে নুতন নুতন দ্বার খুলে দিয়েছেন সাংস্কৃতিক বহুমুখীতার, অগ্রগতির ও সহনশীলতার। কিন্তু রাজনৈতিক ইসলাম চায় শত আদেশ-নিষেধে শৃংখলিত একটা বদ্ধ, নিরানন্দ, অসহনশীল ও নীচমনা সমাজ।

রাজনৈতিক ইসলাম এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন, বর্তমান পৃথিবীতে এর জায়গা নেই। দেশে দেশে যুগে যুগে ইসলামী জান্তার হাতে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ হয়েছেন নির্যাতিত ও দেশছাড়া, বহু মানুষ খুন হয়েছেন ফাঁসীতে ও পাথরের আঘাতে। যুক্তিভিত্তিক প্রতিবাদকেও এরা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হিসেবে প্রচার করে, সব ধরণের ভিন্নমতকে হয় খুন করে বা ভয় দেখিয়ে কণ্ঠরোধ করে। সাধারণ মুসলমানের নীরবতাকে এরা রাজনৈতিক ইসলামের সমর্থন হিসেবে ধরে নেয় ও অন্যকে দেখায়। কিন্তু আমরা জানি, বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান রাজনৈতিক ইসলামকে চিরটা কাল ঘৃণা করে বর্জন করেছেন। এখন সময় এসেছে তাঁদের কণ্ঠ পৃথিবীকে এবং রাজনৈতিক ইসলামকে শোনাবার।

আমাদের আন্দোলনে মুসলমান-অমুসলমান সবাই আছেন। মুসলমানের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, পিছিয়ে গেলে চলবে না। রাজনৈতিক ইসলামকে আমরা প্রতিরোধ করি, এর ঘৃণাভিত্তিক দর্শনকে, এর অত্যাচারকে এবং শারিয়ার ব্যাপারে এর বর্বর ব্যাখ্যাকে আমরা প্রতিহত করি। আমরা চাই এমন ভবিষ্যৎ যেখানে পুরুষ-নারী, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকে সাম্যের, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের, মানবাধিকারের, চিন্তার স্বাধীনতার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ও প্রশ্ন করার স্বাধীনতার সমান সুযোগ পাবেন।

আমাদের আন্দোলনে যোগ দিন। রাজনৈতিক ইসলামকে প্রতিহত করুন, - মানবাধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

আন্দোলন কমিটি - "রাজনৈতিক ইসলামকে প্রতিরোধ করুন"।

****

সমর্থনের বাণীঃ-

রাজনৈতিক ইসলামের ঘৃণা ও অত্যাচারকে, মানবাধিকার লংঘনকে ও ইসলামি আইনের বর্বর ব্যাখ্যাকে আমরা প্রতিরোধ করি। আমরা চাই এমন ভবিষ্যৎ যেখানে পুরুষ-নারী, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, মানবাধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও প্রশ্ন করার স্বাধীনতার সমান সুযোগ পাবেন।